দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 8 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

০৮

উপবৃত্তির টাকা বিতরণ প্রসঙ্গে

শেরপুর জেলায় ৪টি থানার ৭১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে গত ২০শে সেপ্টেম্বর। সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের বেতন মওকুফসহ মাসিক বৃত্তিদানের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। কিন্তু শেরপুরের সাড়ে তিন হাজারের মতো ছাত্রীকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে নিদারুণ ঝামেলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

প্রশাসনিক ঝামেলা কমানোর জন্য নাকি কেবলমাত্র শেরপুর সদরের রূপালী ব্যাংককে টাকা বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাতে ঐ একটি ব্যাংকের ওপর সব চাপ গিয়ে পড়েছে। ঝামেলা বেড়েছে অন্যদিকেও। ছাত্রীদেরকে এসে ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে হয়েছে। প্রতি কর্মদিবসে মাত্র একটি বিদ্যালয়কে টাকা দেয়া হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, একজন ছাত্রীকে দূর দুর্গম এলাকা থেকে এক মাসের বৃত্তির সামান্য কিছু টাকা উঠাতে সদরে আসতে হচ্ছে দু'দিন। একদিন কাগজপত্র ঠিক করা, অন্যদিন টাকা তোলা। এতে করে যাতায়াত খরচ, দৈহিক-মানসিক ধকল বাবদ যা ব্যয় হচ্ছে তার তুলনায় বৃত্তির অর্থের পরিমাণ শেষ বিচারে আকর্ষণীয় থাকবে কিনা সেই শংকা দেখা দিয়েছে। বৃত্তি ঘোষণার সময়ই এই প্রশ্নটি উঠেছিল যে, অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সরকারিভাবে তা বিতরণের অদক্ষ ব্যবস্থাটি না আবার ছাত্রীদের নিরুৎসাহিত করে ফেলে। শেরপুর জেলায় শুরুতেই সেই আশংকা ফলতে দেখা যাচ্ছে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক মারফত উপবৃত্তি প্রকল্পের টাকা দেয়া হবে। শেরপুর জেলায় ৪টি থানার প্রতিটিতেই নাকি এই তিনটি ব্যাংকের কোন না কোনটির শাখা রয়েছে। এ অবস্থায় প্রশাসনিক ঝামেলা কমানোর নাম করে শুধুমাত্র একটি ব্যাংককে টাকা বিতরণের দায়িত্ব দিলে যে ছাত্রীদের ধকল বাড়ে, এ সহজ বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কেউ মাথায় রাখেন নি। অথচ যাদের জন্য মূলত বিদেশী সাহায্যে এই বৃত্তির ব্যবস্থা তাদেরকে ঝমেলামুক্ত করাটাই, সহজে তাদের হাতে টাকা পৌছে দেয়াই প্রশাসনিক কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি স্কুলে স্কুলে টাকা বিতরণ করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। তাতে ছাত্রীরা ক্লাশ করার ফাঁকে টাকাটা তুলে নিতে পারে। তবে এ কাজে স্কুলের শিক্ষকদের সরাসরি জড়িত করা ঠিক হবে না। শিক্ষাদানের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এমতাবস্থায় ব্যাংক কর্মকর্তারা কিভাবে স্কুলগুলোতে গিয়ে সহজে ও কম খরচে টাকা বিতরণ করতে পারে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা উচিত। কেউই এটা চাইতে পারে না যে, মেয়েদের শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের উৎসাহমূলক উপবৃত্তি প্রকল্পটি বিতরণের সমস্যার কারণে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলুক।